প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ(The Theory of Dependent Origination or Conditional Existence of Things)। বুদ্ধদেব মনে করতেন, বাহ্যিক ও মানসিক সকল কিছুই ব্যতিক্রমহীন কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ। কার্য-কারণ নীতি কোন সচেতন নিয়ন্তা ভিন্নই কার্যকর হয়। এই নীতি অনুসারে কোন কার্যই কোন না কোন কারণ ভিন্ন উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ আবির্ভূত হলেই কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বই কারণের ওপর নির্ভরশীল বলে শর্তাধীন। জগতে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। কোন কিছু আকস্মিকভাবে ঘটে না। এই মতবাদের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। ‘সমুৎপাদ’ কথাটির অর্থ উদ্ভব(arising) এবং ‘প্রতীত্য’ কথাটির অর্থ ‘প্রাপ্ত হওয়া’(getting)। তাহলে ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ হল কোন কিছুকে প্রাপ্ত হয়ে বা অবলম্বন করে কার্যের উদ্ভব (on getting the cause, the effect arises)।

বুদ্ধদেবের মতে এই মতবাদ শাশ্বতবাদ বা নিত্যতাবাদ(eternalism) ও সর্ববৈনাশিকতা বা নিরস্তিবাদ বা উচ্ছেদবাদ(nihilism)-এর মধ্যবর্তী পন্থা। এটি একটি মধ্যপথ(মঝঝিম পন্থা) অবলম্বনকারী মতবাদ। নিত্যতাবাদ বা শাশ্বতবাদ অনুসারে কোন কোন বিষয় শাশ্বত অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে স্থায়ী, তাদের আদিও নেই, অন্তও নেই; তারা কোন কিছুর দ্বারা উৎপন্ন নয়, সেহেতু কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীলও নয়। উচ্ছেদবাদ অনুযায়ী বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশের পর আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। প্রতীত্যসমুৎপাদ এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী পন্থা। এই নীতি অনুসারে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তারা শাশ্বত নয়। অপরপক্ষে, তাদের আত্যন্তিক উচ্ছেদ বা বিনাশ কখনো ঘটে না; সর্বদাই কোন না কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে। কোন কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্তুর উদ্ভব। অস্তিত্ব সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ বা অন্য বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই এই মতবাদ অনুসারে জগতে কোন পরিণতি কারণের (final cause) স্থান নেই, এমন কোন শাশ্বত সত্তা নেই যা কারণ নির্ভর না হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজমান থাকতে পারে। অপরপক্ষে যার অস্তিত্ব আছে, তা বিলীন হওয়ার পূর্বে কোন না কোন কার্য উৎপাদন করবেই। সুতরাং যার অস্তিত্ব আছে, তার অস্তিত্বের কারণরূপে পূর্ববর্তী কারণও আছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলের ওপর প্রযোজ্য। এর কোন আরম্ভ বা শেষ নেই। দৈহিক বা মানসিক, সব রকম সংস্কৃতধর্ম (composite entities) এর ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। আকাশ এবং নির্বাণ শাশ্বত এবং অসংস্কৃত ধর্ম, সেহেতু এই দুটি ক্ষেত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি প্রযোজ্য নয়।

বুদ্ধদেব এই মতবাদের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেব বলেন, ‘আমি তোমাদের ধর্ম কি, তাই শেখাব। ঐটি উপস্থিত থাকলে এটি হয়; ঐটির উদ্ধব ঘটলে এটির উদ্ভব হয়। ঐটি উপস্থিত না থাকলে, এটি হয় না। ঐটি শেষ হয়ে গেলে, এইটিও শেষ হয়ে যায়’। তিনি আরও বলেন, ‘যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন তিনি ধর্মকে দেখেন, আর যিনি ধর্মকে দেখেন তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন। কারণ ক্রিয়া করলে কার্যের আবির্ভাব ঘটে, এবং কারণ ধ্বংস হলে কার্যের তিরোভাব ঘটে - এই কার্য-কারণ নিয়ম বুঝতে পারাই ধর্ম’। বুদ্ধদেবের মতে তাঁর শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই নীতিকেই সর্বপ্রথম বুঝে নেওয়া দরকার। প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব বুঝতে না পারার ব্যর্থতাই সবরকম দুঃখের কারণ। তাছাড়া বুদ্ধদেব প্রবর্তিত চারটি আর্যসত্যও এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির সাহায্যেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ এবং দুঃখনিরোধের উপায় নির্দেশ করেছেন এবং একে ভিত্তি করেই বুদ্ধদেব জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষা বা উপদেশকে এই নীতি থেকে অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে নিঃসৃত করা যেতে পারে। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের ওপরই কর্মবাদের ভিত্তি। অতীত কর্মের সংস্কারের ফলশ্রুতি হল ব্যক্তির বর্তমান জীবন এবং এটিই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করবে।

আবার ক্ষণিকত্ববাদও প্রতীত্যসমুৎপাদবাদেরই অনুসিদ্ধান্ত। যেহেতু বস্তু তার কারণের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু বস্তু আপেক্ষিক, পরনির্ভর, শর্তাধীন এবং সীমিত; সুতরাং তা ক্ষণিক হতে বাধ্য। কারণের ওপর নির্ভর করেই বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, একথা বলা মানেই তাকে ক্ষণিক বলে স্বীকার করে নেওয়া, যেহেতু কারণটি তিরোহিত হলে বস্তুটিও তিরোহিত হয়। যা আবির্ভূত হয়, যা জন্মায়, যা উৎপন্ন হয়, তা বিনষ্ট বা ধ্বংস হতে বাধ্য। যা ধ্বংস বা মৃত্যুর অধীন তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। আর যা স্থায়ী নয়, তা ক্ষণিক।

নৈরাত্ম্যবাদও প্রতীত্যসমুৎপাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সবই যদি ক্ষণিক হয়, তাহলে আত্মাও ক্ষণিক এবং সেহেতু আপেক্ষিক ও মিথ্যা। জড় দ্রব্যের অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ সংঘাতবাদও এই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জড় যেহেতু ক্ষণিক, সেইহেতু আপেক্ষিক এবং সেই কারণে মিথ্যা। অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদও এই প্রতীত্বসমুৎপাদবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত কার্য-কারণ শৃঙ্খলের প্রতিটি পূর্ববর্তী অবস্থার কারণরূপে পরবর্তী অবস্থাটিকে উৎপন্ন করার সামর্থ্য আছে এবং কার্য উৎপন্ন করার এই সামর্থ্য অস্তিত্বের মাপকাঠি।

গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত দ্বিতীয় আর্যসত্যটিও প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধদেব কার্য-কারণ পরম্পরায় দুঃখের কারণকে নিম্নরূপভাবে দেখিয়েছেন -

১) জীবনে দুঃখ আছে এবং সেই দুঃখের কারণ

২) জাতি বা পুনর্জন্ম; পুনর্জন্মের কারণ

৩) ভব বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা; এই ব্যাকুলতার কারণ

৪) উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি; এই আসক্তির কারণ

৫) তৃষ্ণা বা ভোগ বাসনা; তৃষ্ণার কারণ

৬) বেদনা বা ইন্দ্রিয় সুখ; ইন্দ্রিয় সুখের কারণ

৭) স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ; স্পর্শের কারণ
৮) ষড়য়াতন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়; ষড়য়াতনের কারণ
৯) নামরূপ বা দেহ-মনের সংগঠন; নামরূপের কারণ
১০) বিজ্ঞান বা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রাথমিক চেতনা; বিজ্ঞানের কারণ
১১) সংস্কার বা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতার ছাপ; সংস্কারের কারণ
১২) অবিদ্যা বা চারটি মহান সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ।

দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলকে বৌদ্ধ দর্শনে ‘দ্বাদশ-নিদানচক্র’ বা ‘ভবচক্র’ বলা হয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ যদৃচ্ছাবাদ (accidentalism), স্বভাববাদ (naturalism), নিয়তিবাদ(fatalism) ও অলৌকিকতাবাদের (Supernaturalism) বিরোধী মতবাদ। জড়বাদ সমর্থিত যদৃচ্ছাবাদ অনুসারে ইচ্ছামত বা খুশীমত, অর্থাৎ আকস্মিকভাবে কার্যের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ কোন কারণ ছাড়া ঘটনার আকস্মিক উদ্ভব স্বীকার করে না। স্বভাববাদ অনুসারে কার্যের উদ্ভবের মূল কার্যের স্বভাগত প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত, যেমন - অগ্নির তাপের কারণ অগ্নির স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে কার্যের উদ্ভবের মূল কার্যের মধ্যে নিহিত থাকে না। নিয়তিবাদ অনুসারে ভাল, মন্দ সব কিছুই নিয়তির দ্বারা পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদ কার্য-কারণতত্ত্ব স্বীকার না করায় প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের বিরোধী মতবাদ। অলৌকিকবাদ অলৌকিক ক্রিয়া বশতঃ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করে। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে কার্যের উৎপত্তির মূলে বর্তমান থাকে কোন পূর্ববর্তী কারণ, কোন অলৌকিক ক্রিয়া নয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের নানাদিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। এই সকল সমালোচনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হল যে, যে অবিদ্যা থেকে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের শুরু সেই অবিদ্যার কারণ কি ? প্রত্যেক বিষয়ই যদি পূর্ববর্তী কারণ থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে অবিদ্যাও অবশ্যই কোন পূর্ববর্তী কারণ থেকে উদ্ভূত হবে। বুদ্ধদেব এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি। কেন বুদ্ধদেব অবিদ্যার কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বুদ্ধদেব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কাজেই তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা অবিদ্যাকে কিভাবে দূর করা যায় তাতেই ছিল তাঁর সমধিক আগ্রহ। বৌদ্ধদর্শনে নীতি আলোচনাই মুখ্য, তত্ত্ব আলোচনা গৌণ। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান করার দার্শনিক গুরুত্ব রয়েছে। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যেমন অশ্বঘোষ প্রমুখরা অবিদ্যার কারণ আলোচনা করেছেন এবং তথাগতকেই তার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। একটা জাগতিক তত্ত্ব (Cosmic Reality) স্বীকার করে নিয়েই অবিদ্যার কারণ আলোচনা করা চলে। অবিদ্যা ঐ জাগতিক সত্তার অন্যতম শক্তিস্বরূপ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ